যুগান্তর

তারিখ 14 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার বাজেট

যুগান্তর রিপোর্ট

আয়-ব্যয় কোনোটিরই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি যে ব্যয় ধরা হয়, তাও সব ব্যয় হয় না। তারপরও এই বিশ্ববিদ্যালয়টির দিন দিন আয়ের লক্ষ্যমাত্রা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে ব্যয়ও। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়টির বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে। এতে ৭ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার টাকার উদ্বৃত্তসহ ৩৪৯ কোটি ৪২ লাখ ৪০ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়। এই বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গত বছরের চেয়ে এবার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা বেশি ধরা হয়েছে। এভাবে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর নানা ফির খড়্গ নেমে আসবে।

সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন শুরু হয়। এতে সেশনজট নিরসন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ভিসি তার অভিভাষণে ৪৭ দফা পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এরমধ্যে রয়েছে— শিক্ষাজীবনে একের অধিক তৃতীয় শ্রেণী থাকলে স্নাতক পর্যায়ের কলেজে অধ্যক্ষ হতে পারবেন না কোনো শিক্ষক। এছাড়া ন্যূনতম ডিগ্রি পাস ছাড়া কেউ এ ধরনের কলেজের গভর্নিং বডির (জিবি) সদস্যও হতে পারবেন না। তবে সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হবে না। এই নতুন বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় ২২শ' কলেজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষের বাজেট পেশ করেন। এতে অনুন্নয়ন বাজেটে আসন্ন বছরে ১৮৯ কোটি ১১ লাখ ৭৬ হাজার টাকা আয় ধরা হয়েছে। আর ব্যয় ১৮১ কোটি ৪৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা। অধিবেশনে এছাড়াও ১৬৭ কোটি ৯৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার উন্নয়ন বাজেটও ঘোষণা করা হয়। উন্নয়ন বাজেটের গোটা অর্থই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগ, উদ্বৃত্ত এবং রিজার্ভ তহবিলের অনুদান থেকে সংস্থান করা হবে। অর্থাৎ, এই খাতে কোনো ঘাটতি নেই। সেই হিসাবে অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন এই দুইয়ে মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বছরের বাজেট দাঁড়ায় ৩৪৯ কোটি ৪২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

বাজেট : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

বাজেট : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অধিবেশনে উপস্থাপিত বাজেটে দেখা যায়, গেল বছর ৯ কোটি ৭২ লাখ ৬৪ হাজার টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট ঘোষণা করা হলেও সংশোধিত বাজেটে ১৭ কোটি ৬৮ লাখ ৭২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। এই সময়ে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭৮ কোটি ৫০ লাখ ৫২ হাজার টাকা। তবে বছর শেষে আয় পাওয়া গেছে ১৫৩ কোটি ৯২ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। আর ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৬৮ কোটি ৭৭ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। কিন্তু বছর শেষে ব্যয় হয়েছে ১৩৬ কোটি ২৩ লাখ ৯৪ হাজার টাকা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একমাত্র আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারকে বছরে অর্থ বরাদ্দ দিতে হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে প্রায় ২১ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে বলে অধিবেশনে সিনেটরদের জানানো হয়। অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন। এছাড়া সিনেটের মোট ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ভিসি তার অভিভাষণে এ পর্যন্ত কার্যকর হওয়া ২৮টি, বাস্তবায়নাধীন ৯টি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১০টিসহ মোট ৪৭ দফা পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি ২০১৬ সালের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কনভোকেশন অনুষ্ঠান, র‍্যাংকিংয়ের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা, এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, ৯ মাস এগিয়ে এনে আগামী ১ ডিসেম্বর ক্লাস শুরু, ২০১৭ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ আইটিভিত্তিক এবং ২০১৮ সালের মধ্য ভাগ থেকে সম্পূর্ণ সেশনজটমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। তিনি আরও বলেন, সেশনজট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপের পর এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হবে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ শিক্ষার মানোন্নয়নে কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।

অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ এমপি, আবদুল কুদ্দুস এমপি, পিএসসি সদস্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রামের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, রামেন্দু মজুমদার প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। সিনেট অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তথা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবে চিহ্নিত ড. এমএ বারীর নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভবন রয়েছে, এ নাম অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করে তার পরিবর্তে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোনো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার নামে নামকরণ করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।